পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ এর গঠনতন্ত্র

অনুচ্ছেদ নং ১। নামকরণ

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)- এর অধীনস্থ প্রধান কার্যাল এবং উহার অফিসসমূহে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। এই সংগঠনের নাম হইবে "পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ" সংক্ষেপে ইহার নাম হইবে পিজিসিবি শ্রমিক লীগ

অনুচ্ছেদ নং ২। ঠিকানা

ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে। ইহার বর্তমান ঠিকানা হইবে অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় ৯/বি, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

পরীক্ষিত

মোঃ আশরাফুল হক
সহকারী শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

অনুচ্ছেদ নং ৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) ইউনিয়নের প্রতিটি সদস্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ও উহা অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট হওয়া।

খ) সুষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ ও স্বাবলম্বীতা গড়িয়া তোলা।

১৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর অধীনে
তারিখে নিবন্ধন করা হইয়াছে

মোঃ শামসুল আলম
রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

গ) দেশের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সদস্যগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা।

ঘ) সাধারণ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে অসুস্থতা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি, বেকারত্ব, জরাগ্রস্থতা, বার্ধক্য এবং মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ) সদস্যদের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও ন্যায় সংগত কার্যকালের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে আইনগত ভাবে চাকুরী ও জীবন যাত্রার মান উন্নত করা এবং জুলুম ও অন্যায় আচরণ রোধকল্পে উদ্যোগী হওয়া।

চ) শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার সম্পর্ককে সঠিকভাবে পরিচালনা করা এবং কখনো কোন বিরোধ সৃষ্টি হইলে সৌহার্দপূর্ণভাবে আপোষের মাধ্যমে উহা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা।

কাজী আবুল কাশেম
সভাপতি
পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ

ছ) সদস্য হিসাবে তালিকাভূক্তির ফি/চাঁদা, এককালীন দেয় চাঁদা অথবা অন্য যে কোন দেয় চাঁদা/অর্থ দ্বারা অথবা অন্যান্য আইনগত উপায়ে তহবিল গঠন করা এবং সংবিধান অনুসারে নির্দিষ্ট কোন কাজ অথবা বে-আইনী নয় এমন অন্য যে কোন উপায়ে যে কোন লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাজ করিয়া যাওয়া।

জ) সদস্যদের কর্মদক্ষতা ও শৃংখলার মান উন্নয়ন করা।

ঝ) প্রয়োজনে সাধারণ সদস্যগণকে সর্বপ্রকার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপে পরামর্শ, সমর্থন ও সাহায্য করা।

মোঃ নুরুল আমীন
সাধারণ সম্পাদক
পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ

ঞ) ইউনিয়নের স্বার্থে কাজ করিতে গিয়া যে সকল সদস্য ও কর্মকর্তা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন তাহাদেরকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা।

চলমান পাতা - ২

ট) সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

ঠ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাহিরের শ্রমজীবীদের সাহায্যে আগাইয়া যাওয়া এবং সুষ্ঠ ও উন্নতমানের শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য তহবিল গঠন করা।

ড) বৃহত্তর শ্রমিক স্বার্থে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এর সহিত একাত্মতা ঘোষণা ও অন্তর্ভূক্ত হওয়া।

ঢ) প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করা। এই অর্থ স্মরণীকা, সাময়িকী, পুস্তিকা প্রকাশ ও বিক্রয় কূপন এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাইবে।

ণ) সকল প্রকার দলিলপত্র মুদ্রণ ও সংরক্ষণ করা।

ত) জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও খেলা-ধুলার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

থ) সাধারণ সদস্যগণকে সুষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

দ) বাক স্বাধীনতা ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা।

ধ) উৎপাদন বৃদ্ধি, সংস্কার, উন্নয়ন, দুর্নীতি অপচয় রোধ করিয়া বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ

ন) শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সু-সম্পর্ক ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব জ্ঞানের উন্মেষসাধন করা।

সম্পত্তি ক্রয় করা।

অনুচ্ছেদ নং ৪। <u>সাধারণ সদস্যভুক্তি</u>

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সর্বনিম্ন ১৮ বৎসর বয়সের পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) এর অধীনস্থ প্রধান কার্যালয়ে এবং উহার অফিস সমূহে কর্মরত যে কোন শ্রমিক-কর্মচারীগণ গঠনতন্ত্রের বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে আবেদনকারীকে অবশ্যই নিম্নলিখিত ফরমে অংগীকার করিতে হইবে।

<u>অংগীকার ফরম</u>

আমি .... এই মর্মে অংগীকার করিতেছি যে, আমি অন্য কোন ইউনিয়নের সদস্য নই।

স্বাক্ষর ঃ
তারিখ ঃ

অনুচ্ছেদ নং ৫। <u>প্রবেশাধিকার</u>

সকল সদস্য পদপ্রার্থীকে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করিতে হইবে। তবে কার্যকরী কমিটি ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত কারণে যে কোন ব্যক্তির আবেদন নাকচ করিয়া দিতে পারিবেন। এমন ক্ষেত্রে আবেদনকারী বিশেষ সাধারণ সভায় উহা পুনঃ বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আপীল করিতে পারিবেন।

স্বীকৃত

ঃ আশরাফুল হক
সহকারী শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর
প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

... সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর আওতায় ... তারিখে নিবন্ধন করা হইল।

মোঃ শামসুল আলম
রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আবুল কাশেম
সভাপতি
পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ

মোঃ নুরুল আমীন
সাধারণ সম্পাদক
পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ

অনুচ্ছেদ নং ৬। সদস্যদের দায়িত্ব

ক) প্রত্যেক সাধারণ সদস্য ইউনিয়ন কর্তৃক ধার্যকৃত চাঁদা বা অন্য যে কোন দেয় চাঁদা যথাসময়ে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। কার্যকরী কমিটি ইচ্ছা করিলে ইউনিয়নের মাসিক চাঁদা ১০/- (দশ) টাকা এবং ভর্তির ফি ১০/- (দশ) টাকা পর্যন্ত ধার্য করিতে পারিবেন। তবে উহার অধিক হইতে পারিবে না। অধিক হইতে হইলে কার্যকরী কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে উহার রদ-বদল করা যাইবে।

খ) প্রত্যেক সাধারণ সদস্য ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র মানিয়া চলিবেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী মানিয়া চলিবেন। তাহারা এমন কোন কাজ করিবেন না, যাহা ইউনিয়নের অথবা ইউনিয়নের সদস্যদের স্বার্থ বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

অনুচ্ছেদ নং ৭ । জরিমানা ও খারিজ

ক) কোন সদস্য ৬(ক)এবং(খ) ধারা অনুসারে তাহার দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করিলে এবং উপর্যপরি ছয় মাসের চাঁদা বা অন্য কোন দেয় চাঁদা প্রদান না করিলে এবং কার্যকরী কমিটি কর্তৃক ক্ষমা না পাইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইয়া যাইবে।

খ) কোন সদস্য ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র অমান্য করিলে অথবা ১৯৬৯ সনের জারীকৃত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্য পর্যন্ত সংশোধিত) মানিয়া না চলিলে কার্যকরী কমিটি তাহার উপর জরিমানা ধার্য করিতে পারিবেন। তবে উহা ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার অধিক হইতে পারিবে না।

অনুচ্ছেদ নং ৮। সুবিধাবলী

সদস্যগণকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা যেমন আর্থিক ও অন্যান্য যে কোন সুবিধা যাহা ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদান করা হয় নাই, সবই ভোগ করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ নং ৯। গঠনতন্ত্র সংগ্রহ

ইউনিয়নের যে কোন সদস্য দরখাস্ত সহকারে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা জমা দিয়া এক কপি গঠনতন্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তবে কোন সদস্যের ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদগুলির ব্যাপারে অজ্ঞতা নির্দোষমূলক কার্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

অনুচ্ছেদ নং ১০। সদস্যদের তালিকা খাতা

সদস্যগণের তালিকা খাতা নামে ইউনিয়ন একটি খাতা ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়ে রাখিবেন। উহা অফিস চলাকালীন সময়ে যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য খুলিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ নং ১১। উপদেষ্টা

ইউনিয়ন পরিচালনার সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে ৫ (পাঁচ) জন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হইবে। উপদেষ্টাগণ ইউনিয়ন পরিচালনায় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/উপদেশ সহায়তা প্রদান করিবেন তবে তাহার/তাহাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবেনা।

অনুচ্ছেদ নং ১২। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও কার্যকরী কমিটির সদস্য হইতে হইলে যে কোন লোকের বয়স ১৮ বৎসরের অধিক হইতে হইবে এবং তাহাকে অবশ্যই ইউনিয়নের সাধারণ সদস্য হইতে হইবে।

সাধারণ সভায় অথবা সকল সাধারণ সদস্যদের ভোটে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও কার্যকরী কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। দুই বৎসরের জন্য তাহাদের কার্যকাল স্থায়ী হইবে এবং তাহারা পুনরায় প্রার্থী হইতে পারিবেন।

যাহারা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা থাকিবেন

ক)	সভাপতি	- ১ (এক) জন	জ)	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	- ১ (এক) জন
খ)	কার্যকরী সভাপতি	- ১ (এক) জন	ঝ)	আইন বিষয়ক সম্পাদক	- ১ (এক) জন
গ)	সহ-সভাপতি	- ৩ (তিন) জন	ঞ)	আন্তর্জাতিক সম্পাদক	- ১ (এক) জন
ঘ)	সাধারণ সম্পাদক	- ১ (এক) জন	ট)	শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	- ১ (এক) জন
ঙ)	যুগ্ম-সম্পাদক	- ৩ (তিন) জন	ঠ)	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	- ১ (এক) জন
চ)	সাংগঠনিক সম্পাদক	- ১ (এক) জন	ড)	মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	- ১ (এক) জন
ছ)	অর্থ সম্পাদক	- ১ (এক) জন	ঢ)	দপ্তর সম্পাদক	- ১ (এক) জন

সর্বমোট ১৮ (আঠার) জন।

অনুচ্ছেদ নং ১৩। ইউনিয়ন পরিচালনা

১১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির উপর ইউনিয়নের সর্বপ্রকার পরিচালনার ক্ষমতা ন্যাস্ত থাকিবে।

অনুচ্ছেদ নং ১৪। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ক্ষমতা

ক) ইউনিয়নের উন্নতি, উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন কাজ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির থাকিবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষ কোন কাজ সমাপ্ত করিবার জন্য উপ-পরিষদ গঠন করিয়া উহার উপর প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যাস্ত করিতে পারিবেন।

খ) সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে ইউনিয়নের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে পিয়ন, কেরানী ইত্যাদি পদে লোক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ইচ্ছা করিলে ইউনিয়নের মাসিক চাঁদা ও ভর্তির ফি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। বিশেষ প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বিশেষ চাঁদা/অনুদান ধার্য ও সংগ্রহ করিতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় কমিটি ইচ্ছা করিলে যে কোন সদস্যের চাঁদা ও দেয় অন্য যে কোন অর্থ মওকুফ করিতে পারিবেন। তবে উহা ৬(ছয়) মাসের অধিক সময়ের জন্য হইবে না।

অনুচ্ছেদ নং ১৫। কর্মকর্তাদের ক্ষমতা

ক) সভাপতি ঃ ইউনিয়নের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, সভা পরিচালনা করিবেন, সভার সকল কার্যনির্বাহীতে স্বাক্ষরদান করিবেন এবং কোন সভায় গৃহীত কোন প্রস্তাবের উপর ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সমতা দেখা দিলে নির্ণায়ক মত হিসাবে চূড়ান্ত ভোট বা কাষ্টিং ভোট দিতে পারিবেন। ইউনিয়নের নিয়মাবলী সর্বত্র যথাযথভাবে অনুসারিত হইতেছে কিনা তিনি লক্ষ্য রাখিবেন। তিনি ইউনিয়নের কোষাগারে বা তহবিলের প্রতি সর্বদা নজর রাখিবেন। সভাপতি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিতে সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) কার্যকরী সভাপতি ঃ কার্যকরী সভাপতি, সভাপতির অনুপস্থিতিতে সকলক্ষেত্রে সভাপতির দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা ভোগ করিবেন। তিনি ইউনিয়ন দপ্তরের কার্যাদি দেখাশুনা এবং প্রয়োজনবোধে যে কোন সময়ে ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন করিতে পারিবেন। প্রয়োজনে তিনি ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

চলমান পাতা - ৫

গ) সহ-সভাপতি ঃ সহ-সভাপতি বিধি অনুসারে ইউনিয়নের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতিকে সাহায্য করিবেন। সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভার কাজ পরিচালনা করিবেন। সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতির অবর্তমানে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সহ-সভাপতি অস্থায়ীভাবে সভাপতির কাজ চালাইবেন।

ঘ) সাধারণ সম্পাদক ঃ ইউনিয়নের যাবতীয় কার্যাদি নির্বাহ করা ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী কমিটির নিকট দায়ী থাকিবেন। তিনি যাবতীয় সভার বিবরণী রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং অন্যান্য খরচাদির হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করিবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বে কোন কাজে খরচের জন্য তিনি ব্যয় বরাদ্দ করিতে পারিবেন তবে উহা ১০০০/- (এক হাজার) টাকার অধিক হইতে পারিবে না। তিনি সকল সদস্যের যাবতীয় অসুবিধা ও অভাব অভিযোগের প্রতি সবর্দা নজর রাখিবেন এবং উহা প্রশমনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন। সাধারণ সম্পাদক অবস্থা অনুযায়ী ও প্রয়োজনবোধে ইউনিয়নের অধীনস্থ যে কোন কর্মচারী যেমন- পিয়ন, কেরানী ইত্যাদি পদে লোক নিয়োগ করিতে পারিবেন। তবে উহা কার্যকরী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে হইতে হইবে। অনুরূপভাবে কার্যকরী কমিটির অনুমোদনক্রমে তিনি ইউনিয়নের অধীনস্থ যে কোন কর্মচারী যেমন - পিয়ন, কেরানী, টাইপিষ্ট ইত্যাদির নিয়োগ এবং বরখাস্ত অথবা তাহাদের উপর জরিমানা ধার্য করিতে পারিবেন। সকল প্রকার কাজে তিনি ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন এবং তিনি ইউনিয়নের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহি হিসাবে পরিগণিত হইবেন।

ঙ) যুগ্ম-সম্পাদক ঃ যুগ্ম-সম্পাদক ইউনিয়নের যাবতীয় কাজে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করিবেন। এবং সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শে অনুযায়ী বিশেষ কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মনোনীত যুগ্ম-সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ চালাইবেন। যদি কোন কারণে মনোনীত করতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে যুগ্ম-সম্পাদক ক্রমিক অনুসারে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

চ) সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ তিনি ইউনিয়নের সকল প্রকার সাংগঠনিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ মোতাবেক অন্য যে কোন কার্যাদি সম্পন্ন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ছ) অর্থ সম্পাদক ঃ তিনি ইউনিয়নের যাবতীয় আয়-ব্যয় ও যাবতীয় খরচাদির হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের সহিত যৌথভাবে ইউনিয়নের তহবিল পরিচালনা করিবেন। তিনি খরচের জন্য কিছু টাকা তাহার কাছে রাখিতে পারিবেন। তবে উহা ২০০/- (দুইশত) টাকার অধিক হইতে পারিবে না।

জ) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ তিনি ইউনিয়নের যাবতীয় প্রচার ও প্রকাশনা কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবেন এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য কার্যাদিও সম্পন্ন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ঝ) আইন বিষয়ক সম্পাদক ঃ তিনি ইউনিয়নের শ্রম ও আইন বিষয়ক সকল সমস্যা সমাধান, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং এ সকল বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করিবেন, তাড়াও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

পরীক্ষিত

মোঃ আশরাফুল হক
সহকারী শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর অধীনে ... তারিখে নিবন্ধন করা হইল

মোঃ শামসুল আলম
রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গাজী আবুল কাশেম
সভাপতি
... শ্রমিক কর্মচারী লীগ

চলমান পাতা - ৬

ঞ) আন্তর্জাতিক সম্পাদক ঃ তিনি ইউনিয়নের দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পাদন ছাড়াও সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠন, ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিকে পরামর্শদান করিবেন।

ট) শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ তিনি ইউনিয়নের সদস্যদের শিক্ষা প্রসার বৃদ্ধি সম্পর্কীত কার্যাদি সম্পাদনসহ ইউনিয়নের যাবতীয় সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাদি সম্পাদন করিবেন। তাহার নিজ দায়িত্ব ছাড়াও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সময় সময় অর্পিত কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

পরীক্ষিত

ঠ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ তিনি ক্রীড়াবিদদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সময়ে খেলাধুলার ব্যবস্থা করিবেন। অভ্যন্তরীন ও বহিঃ বিষয়ক সমস্ত খেলাধুলার দায়িত্ব তাহার উপর ন্যাস্ত থাকিবে এবং ইউনিয়নের বাৎসরিক অভিষেক অনুষ্ঠান, চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

মোঃ আশরাফুল হক
সহকারী শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

ড) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ঃ তিনি মহিলাদের উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে ইউনিয়নে সক্রিয় করিয়া তুলিবেন, তাদের সমস্যা নিরুপন করিবেন এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

ঢ) দপ্তর সম্পাদক ঃ তিনি ইউনিয়নের দপ্তরের যাবতীয় কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ মোতাবেক বিশেষ বিশেষ কার্যাদি সম্পন্ন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

...সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর অধীনে ...২৫/...২/০৬... তারিখে নিবন্ধন করা হইল।

অনুচ্ছেদ নং ১৬। কেন্দ্রী নির্বাহী কমিটি

মোঃ শামসুন আলম
রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ঃ সাধারণ সদস্যের ভোটে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হইবেন। দুই বৎসরের জন্য তাহাদের কার্যকাল স্থায়ী হইবে এবং তাহারা পুনরায় প্রার্থী হইতে পারিবেন।

(খ) শাখা কমিটি ঃ সংশ্লিষ্ট শাখা সাধারণ সদস্যদের ভোটে/সাধারণ সভার মাধ্যমে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনের ভিত্তিতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী শাখা কমিটি গঠিত হইবে। উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭ হইতে ১১ (এগার) সদস্য পর্যন্ত হইতে পারে। শাখা কমিটি অবশ্যই কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। শাখা কমিটি গঠনে কোনরূপ সমস্যা দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। এই আহবায়ক কমিটির মেয়াদ হইবে ষাট দিন। এই ষাট দিনের মধ্যে আহবায়ক কমিটিকে অবশ্যই একটি পূর্ণাংগ কমিটি গঠন করিতে হইবে।

হাজী আবুল কাশেম
সভাপতি
...লীগ

অনুচ্ছেদ নং ১৭। সাধারণ তহবিল

১৯৬৯ সনের জারীকৃত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্য পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসারে গঠনতন্ত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইউনিয়নের যাবতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সাধারণ তহবিল কাজে লাগানো হইবে। সদস্যদের মাসিক চাঁদা/দান ইত্যাদি দ্বারাই এই তহবিল গঠিত হইবে।

অনুচ্ছেদ নং ১৮। অন্যান্য তহবিল

ইউনিয়ন ইচ্ছা করিলে সদস্যদের আর্থিক সুবিধার জন্য আরও তহবিল খুলিতে পারিবেন। যেমন - রিজার্ভ ফান্ড, বিল্ডিং ফান্ড, শিক্ষা ফান্ড প্রভৃতি। কিন্তু এই সব ফান্ড বা তহবিল গুলিকে বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্সের নিকট বাৎসরিক হিসাব দাখিলের সময় সাধারণ ফান্ড হিসাবে দেখাইতে হইবে।

মোঃ নুরুল আমীন
সাধারণ সম্পাদক
...শ্রমিক কর্মচারী লীগ

চলমান পাতা - ৭

অনুচ্ছেদ নং ১৯। তহবিলের নিরাপত্তা

ইউনিয়নের যাবতীয় টাকা পয়সা কার্যকরী কমিটির অনুমোদক্রমে এক বা একাধিক ব্যাংকে জমা রাখা হইবে। সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ-সম্পাদক যৌথভাবে এই তহবিল পরিচালনা করিবেন এবং টাকা উঠানো ও জমা দেওয়ার কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন।

অনুচ্ছেদ নং ২০। হিসাব রক্ষণ

ইউনিয়নের আয়-ব্যয় দেখানোর জন্য এক বা একাধিক হিসাব বহি থাকিবে। যাহাতে যে কোন সময় ইউনিয়নের আর্থিক অবস্থা নিরুপন করা যাইতে পারে।

পরীক্ষিত

অনুচ্ছেদ নং ২১। হিসাব তদন্ত

ইউনিয়নের যে কোন বৈধ কর্মকর্তা বা সদস্য হিসাব তদন্ত করিয়া দেখিবার জন্য ইউনিয়নের দপ্তরে সাধারণ কার্য দিবসে হিসাবের খাতা চাহিতে পারিবেন।

মোঃ আশিরাফুল হক
সহকারী শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

অনুচ্ছেদ নং ২২। হিসাব পরীক্ষা

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসারে ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটি কর্তৃক মনোনীত যে কোন উপযুক্ত পরীক্ষক বৎসরে কমপক্ষে একবার যাবতীয় হিসাব পরীক্ষা করিয়া দাখিল করিবেন এবং প্রতি বৎসর ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন এর দপ্তরে বার্ষিক হিসাব বিবরণী জমা দিতে হইবে।

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর আওতায় ... তারিখে নিবন্ধন করা হইল।

অনুচ্ছেদ নং ২৩। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাচন

মোঃ শামসুল আলম
রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রতি দুই বৎসর শেষ হইবার পূর্বে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যদের ভোটে ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও কার্যকরী কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৩০দিন পূর্বে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবে না এমন সদস্যদের সমন্বয়ে কার্যকরী কমিটি একটি সাব-কমিটি বা উপ-পরিষদ গঠন করিয়া দিবেন। তাহাদের কাজ হইবে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন হইবার যাবতীয় নিয়ম-কানুন ও সূচী তৈয়ার করা এবং নির্বাচন পরিচালনা করা। নির্বাচনের ব্যাপারে কোনরূপ গোলযোগ দেখা দিলে সাব-কমিটি বা উপ-পরিষদের মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাত দিন পূর্বে উহার দিন, তারিখ, সময় এবং স্থান সম্পর্কে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নসকে জানাইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ নং ২৪। সভা

কাজী আবুল কাশেম
সভাপতি
জিপিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ

ক). বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ বৎসরে কমপক্ষে একবার ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতি বৎসর মার্চ মাসের শেষের দিকে এই সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভার তারিখ, সময়, স্থান এবং সভার সম্মুখে পেশ করিবার বিষয়সমূহ কার্যকরী কমিটি পূর্বেই নির্দিষ্ট করিবেন। সভায় যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতি থাকিতে হইবে।

খ) বিশেষ সাধারণ সভা ঃ ইউনিয়নের আন্দোলন, সংগঠন অথবা অনুরুপ বিশেষ কোন কাজের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা হিসাবে আহ্বান করা যাইবে।

মোঃ নুরুল আমীন
সাধারণ সম্পাদক
জিপিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ

গ) কার্যকরী কমিটির সভা ঃ প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে। কোন কর্মকর্তা পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার পদ শূণ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

চলমান পাতা - ৮

ঘ) **অনুরোধে অনুষ্ঠিত সভা ঃ** যদি সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক ঠিক সময়ে কার্যকরী কমিটির সভা অথবা বিশেষ কোন সাধারণ সভা আহ্বান করিতে ব্যর্থ হয় এবং যদি মনে করা হয় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে সভা আহ্বান করা হইতেছে না, তাহা হইলে কার্যকরী কমিটি অথবা চাঁদাদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে বিশেষ প্রস্তাব আলোচনার জন্য সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদককে সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিবেন। যদি অনুরূপ অনুরোধের পরও ১৫ (পনর) দিন পর্যন্ত তাহারা কোন সভা আহ্বান না করেন তাহা হইলে দরখাস্তকারীগণ নিজেরাই নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে সভায় বসিতে পারিবেন এবং সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ কমিটির সকল সদস্য ও কর্মকর্তাদের আইনতঃ মানিয়া লইতে হইবে। এই সভায় বসিবার ৭ (সাত) দিন পূর্বে দরখাস্তকারীগণ নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ নং ২৫। সভার নোটিশ

ক) সভাপতির সহিত আলোচনা করিয়া সাধারণ সম্পাদক ইউনিয়নের সকল সভার স্থান ও সময় এবং আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করিবেন।

খ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে বিশেষ সাধারণ সভা ও কার্যকরী কমিটির সভা আহ্বানের কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে সভার নোটিশ প্রদান করিবে।

গ) জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে সভাপতির সহিত আলোচনা করিয়া সাধারণ সম্পাদক অপেক্ষকৃত অল্প সময়ের নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা ও কার্যকরী কমিটির সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ নং ২৬। সভার সদস্য পূর্তি সংখ্যা (কোরাম)

ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভায়, বিশেষ সাধারণ সভায় মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি থাকিলেই সভার কাজ চলিতে পারিবে। অনুরূপভাবে কার্যকরী কমিটির সভায় ও দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে। কোন সভায় কোরাম পূরণ না হইলে সভা মূলতবী করা হইবে এবং পরবর্তী সভায় কোরাম পূরণ না হইলেও সভার অধিকাংশের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।

অনুচ্ছেদ নং ২৭। কার্যকরী কমিটির স্থিতিকাল

কার্যকরী কমিটির স্থিতিকাল দুই বৎসরের অধিক সময়ের জন্য হইবে না।

অনুচ্ছেদ নং ২৮। ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত

ইউনিয়ন ইচ্ছা করিলে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোন শ্রমিক সংগঠন, ফেডারেশন অথবা অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত অন্য যে কোন শ্রমিক সংগঠন অথবা ফেডারেশনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন অথবা অনুমোদিত হইতে পারিবে।

অনুচ্ছেদ নং ২৯। কর্মকর্তা ও সদস্যদের অপসারণ

ইউনিয়নের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজের জন্য ইউনিয়নের যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্যকে কার্যকরী কমিটির সভায় বা বিশেষ সাধারণ সভায় মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে বা সমর্থনে ইউনিয়ন হইতে অপসারণ করা যাইবে। তবে উহার পূর্বে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে তাহার বা তাহাদের কৃতকর্মের জন্য কৈফিয়ত তলব ও তাহার বা তাহাদের মতামত ব্যক্ত বা ব্যাখ্যা করিবার জন্য কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের সময় দিতে হইবে।

সহকারী শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

...সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর আওতায় ...তারিখে নিবন্ধন করা হইল।

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ নুরুল আমীন
সাধারণ সম্পাদক
জিবিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ

চলমান পাতা - ৯

অনুচ্ছেদ নং ৩০। শূণ্য পদ পূরণ

কোন কারণে কোন পদ শূণ্য হইলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে কো-অপশনের মাধ্যমে শূণ্য পদ পূরণ করা যাইবে। তবে কো-অপশনকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা মোট সংখ্যার ২৫% এর বেশী হইতে পারিবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে পূনঃ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ নং ৩১। অনাস্থা প্রস্তাব

ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে হইলে মোট সদস্যের ৬০% এর দস্তখত সম্বলিত লিখিত ও দরখাস্ত সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করিতে হইবে। এই ধরনের দরখাস্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান করিবেন। সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইয়া গেলে উক্ত পদগুলি শূণ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইবে এবং উক্ত সভায় পদ/পদগুলি কো-অপশনের মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে। যদি অনাস্থা প্রস্তাব সমগ্র কার্যকরী কমিটির বিরুদ্ধে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হয় এবং উহা পাশ হইয়া যায় তবে উক্ত সভায় একটি এড-হক কমিটি গঠন করা যাইবে। তাহারা নির্বাচনের ব্যবস্থা অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে করিবেন এবং নির্বাচিত কমিটির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন।

অনুচ্ছেদ নং ৩২। গঠনতন্ত্র সংশোধন

ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র অথবা উহার কোন অনুচ্ছেদকে পরিবর্তন বা বাতিল, সংক্ষিপ্তকরণ অথবা সংশোধন, এক কথায় নতুন কিছু করিতে হইলে বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা এতদুদ্দেশ্যে আহূত বিশেষ সাধারণ সভার মোট কাউন্সিলের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট -এ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইলেই উহা করা সম্ভব হইবে এবং নতুন সংশোধিত গঠনতন্ত্রের তিন কপি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রীকরণ কর্তৃপক্ষের কাছে তাহাদের অনুমোদনের জন্য দাখিল করিতে হইবে। রেজিষ্ট্রার কর্তৃক সেই সংশোধন অনুমোদিত হইলেই কেবল উহা কার্যকরী হইবে, অন্যথায় কার্যকরী হইবে না।

অনুচ্ছেদ নং ৩৩। ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন

১৯৬৯ সনের জারীকৃত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্য পর্যন্ত সংশোধিত) এর আওতায় ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন করার জন্য এতদুদ্দেশ্যে আহূত বিশেষ সাধারণ সভায় মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে

ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন করা যাইবে। পরিবর্তিত নাম গঠনতন্ত্রে এবং সনদপত্রে পরিবর্তন করাইয়া নেওয়ার জন্য রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্সের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিতে হইবে। উহা অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত পরিবর্তিত নাম কার্যকরী হইবে না।

অনুচ্ছেদ নং ৩৪। ধর্মঘট

কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে সেই বিষয়ে আপোষ রক্ষা হইবার সর্বপ্রকার পথ ও প্রচেষ্টা শেষ না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন কোন ধর্মঘট ঘোষণা করিবে না। ধর্মঘট ঘোষণার পূর্বে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যেদের মতামত জানিয়া লইতে হইবে এবং শতকরা আশিজন (৮০%) ধর্মঘটের পক্ষে রায় না দিলে কোনরূপ ধর্মঘট ঘোষণা করা যাইবে না। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ধর্মঘটের উপর ভোট প্রদানের ২ (দুই) সপ্তাহ পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন অব রেজিষ্ট্রার এবং শ্রম পরিচালককে উক্ত মর্মে স্থান, কাল এবং বিষয় সূচী সম্পর্কে অবহিত করাইতে হইবে। সরকার কর্তৃক ধর্মঘটের প্রতি কোন বিধি নিষেধ থাকিলে এই ধারাটি কার্যকরী হইবে না।

অনুচ্ছেদ নং ৩৫। ইউনিয়নের বিলুপ্তি

ইউনিয়নের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সরিয়া না দাঁড়াইলে বা চলিয়া না যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন ভংগ হইবে না বা উহার বিলুপ্তি ঘটিবে না। অনুরূপ ঘটিলে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর এক কপি রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্সের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

মোঃ নুরুল আমীন
সাধারণ সম্পাদক
পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ

কাজী আবুল কাশেম
সভাপতি
পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ

মোঃ আশরাফুল হক
সহকারী শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

মোঃ শামসুল আলম
রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার